তারিখ 12 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

বিমল সরকার ৮

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাশ প্রোগ্রাম

মহাজোট সরকারের আমলে ২০১০ সালে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে পাস কোর্সে ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ সেশন দুটির প্রথম বর্ষের পরীক্ষা আলাদাভাবে গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে সেশন দুটিকে একীভূত করা হয়। ফলে পূর্ববর্তী সেশনের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা-পঞ্জিকার হিসাবে পুরো একটি বছর পিছিয়ে পড়লেও সবাই আশা করেছিল যে এবার সেশনজট অনেকটাই কমে আসবে এবং পাস কোর্সের ক্ষেত্রে ফিরে আসবে স্বাভাবিক ছন্দ ও গতি

দুই যুগ বা এরও বেশি সময়ে যা হয়নি, তা মাত্র তিন বছরেই সম্পন্ন করা হবে। খবরটি নিঃসন্দেহে গোটা জাতির জন্যই হস্তিদায়ক। আনন্দের তো বটেই। কাজটি 'যদি' সত্যি সত্যিই করা যায়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় এটি হবে বাংলাদেশে যুগান্তকারী এক ঘটনা। কেবল যুগান্তকারী নয়, এ ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে একেবারে বিপ্লব বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আগে। এ সময়ে দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক মিলিয়ে অন্তত ১০টি সরকার দেশ শাসন করেছে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন অন্তত ১০ জন বিদগ্ধ ব্যক্তি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্ব পালনকারীর সংখ্যাটিও বোধকরি ২০ কিংবা নিদেনপক্ষে ১৫-এর কম হবে না। এ ছাড়া ২৪ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অন্তত আটজন। কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই সেশনজট নামের ভূতটি যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে ভর করে দিনে দিনে মজবুত হয়ে বসেছে, সত্যিকার অর্থে তা তাড়ানোর প্রয়োজনটি কেউ এত দিন অনুভব করেছেন বলে মনে হয়নি। তাড়াবেন তো দূরের কথা, বরং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর তাঁদের কেউ কেউ যাঁর যাঁর মেয়াদকালে নিজেদের খামখেয়ালিপনা, উদাসীনতা, অবহেলা ও স্বার্থপরতায় মগ্ন থেকে লাখ লাখ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীর শিক্ষাজীবনে কুপ্রভাব সৃষ্টিকারী সেশনজট কোনো না কোনোভাবে লালন করেই চলেছেন। বলাবাহুল্য, এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট নিরসনের বিষয়টিকে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আর এ লক্ষ্যেই তারা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' হাতে নিয়ে তিন বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে সেশনজটমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে।

সাধারণভাবে বিষয়টি যে কারো কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স সম্পন্ন করতে বর্তমানে কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। একইভাবে চার বছর মেয়াদি অনার্স সম্পন্ন করতেও লাগানো হচ্ছে সাত বছর। আর ডিগ্রি পাস ও মাস্টার্স ৯ বছরের আগে কোনোক্রমেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। সে হিসাবে বর্তমানে এখানে পাস কোর্সে ২৪ মাস ও অনার্সে ৩৬ মাসের সেশনজট রয়েছে। কিছুটা খোলাসা করে বলা প্রয়োজন। ২০১০ সালে এইচএসসি পাস করে যেসব শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল, নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ ২০১৩ সালে তাদের কোর্স সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে কোর্স সম্পন্ন হবে তো দূরের কথা, ২০১৩ সাল গেল। ২০১৪ সালও গত হয়ে গেছে। ২০১৫ সালের ২৮ মার্চ এ পরীক্ষা শুরু করার কথা। অনাদিকে ২০০৮ সালে এইচএসসি পাস করে বিভিন্ন কলেজে যারা চার বর্ষের মেয়াদি অনার্সে ভর্তি হয়েছিল, নিয়ম অনুযায়ী তাদের ২০১২ সালের মাথায় অনার্স ও পরের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালের মধ্য মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তারা সবে অনার্স পরীক্ষার ফল হাতে পেয়েছে মাত্র। মাস্টার্স সম্পন্ন করে সনদ ২০১৬ সালের আগে হাতে পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। একজন নিয়মিত ছাত্র ২০০৭ সালে এইচএসসি পাস করে 'শিক্ষাজীবনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে' ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাস্টার্স প্রথম পর্ব পরীক্ষা শেষ করে এখন ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুনছে। হয়তো এপ্রিল-মে মাসের দিকে তার মাস্টার্স প্রথম পর্বের ফল বেরোবে। এরপর দ্বিতীয় পর্বে ভর্তি, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ। এর মানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও ২০১৬ সালের আগে কোনোভাবেই মাস্টার্স সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ২০০৭ সালে এইচএসসি পাস করে মাস্টার্স সম্পন্ন করতে একেবারে আরো ১০টি বছর! কেউ স্বীকার করুন আর না করুন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বলতে গেলে এভাবেই উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বছরের পর বছর অপরিমেয় সময়, মেধা ও অর্থের অপচয় হচ্ছে আমাদের দেশে।

মাত্র তিন বছরের মধ্যে ২৪ বছরের জঞ্জাল দূরীভূত করার কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন এবং খুবই দুষ্কর। সেশনজট নিরসন কিংবা এর মাত্রা কমিয়ে আনার বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় একেবারেই ছিল না, তা কিন্তু নয়। এ লক্ষ্যে মহাজোট সরকারের আমলে ২০১০ সালে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে পাস কোর্সে ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ সেশন দুটির প্রথম বর্ষের পরীক্ষা আলাদাভাবে গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে সেশন দুটিকে একীভূত করা হয়। ফলে পূর্ববর্তী সেশনের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা-পঞ্জিকার হিসাবে পুরো একটি বছর পিছিয়ে পড়লেও সবাই আশা করেছিল যে এবার সেশনজট অনেকটাই কমে আসবে এবং পাস কোর্সের ক্ষেত্রে ফিরে আসবে স্বাভাবিক ছন্দ ও গতি। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লেখার শুরুতে আমি ইচ্ছা করেই 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং তা এক ধরনের সংশয় থেকেই। আসলে আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি যে আমার এ ধরনের সংশয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হোক। ২০১৮ নয়, ২০২৫ সালের মধ্যেও যদি সম্পূর্ণরূপে সেশনজট মুক্ত করা যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে, তাহলেও সেটি হবে গোটা জাতির জন্যই এক পরম পাওয়া। শুরুতেই ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিতে না নিতেই ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দেয় মতভেদ। উপক্রম হয় পারস্পরিক ঠেলাঠেলির। বলাবাহুল্য, এই ক্রাশ প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়নের জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার। এদিকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ও একের পর এক লাগাতার হরতালের কারণে শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি ও এইচএসসি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি পাস ও অনার্স, এমনকি মাস্টার্স পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটেছে ব্যাপক ছন্দপতন। এই ধারা আর কিছুদিন অব্যাহত থাকলে কেবল ক্রাশ প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ নয়, গোটা জাতিরই ভোগান্তি-বিড়ম্বনা ও দুর্গতির কোনো সীমা-পরিসীমাই থাকবে না।

লেখক : কলেজশিক্ষক